গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১২.০৯.০০৬.১৮.২৫৪

তারিখঃ ৫ ফাল্গুন ১৪২৭ / ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিষয়: "শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১" সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত ভার্চুয়াল (online) সভার কার্যবিবরণী।

সূত্র: স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৯.১০.০০১.১৪.৫৭, তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সূত্রস্থ স্মারকে প্রাপ্ত "শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১" সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল (online) সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত (কপি সংযুক্ত) সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: ৪ (চার) পাতা।

১৮.০২.২০২১

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৩৭
ইমেইলঃ admin1@ssd.gov.bd

বিতরণ:

১. অতিরিক্ত সচিব, ----------(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা
৩. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা
৪. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা
৫. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
৬. যুগ্মসচিব ---------- (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৭. উপসচিব ---------- (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৮. সিনিয়র সহকারী সচিব ---------- (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৯. প্রোগ্রামার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১০. সহকারী সচিব/সহ: প্রোগ্রামার/সহ: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার---------- (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব কোষ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২. প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা---------- (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩. ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারী (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১২.০৯.০০৬.১৮.২৫৪

তারিখঃ ৫ ফাল্গুন ১৪২৭ / ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

অনুলিপি:

১. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

স্বা/-
(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
রাজনৈতিক অধিশাখা-৬
www.mhapsd.gov.bd

"শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১" সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত ভার্চুয়াল (online) সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	আসাদুজ্জামান খান, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	ঃ	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১, বুধবার সকাল ১১.৩০ টা
উপস্থিত ও (online) এ সংযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবি	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি উপস্থিত সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থা থেকে আগত এবং 'ভার্চুয়াল' ভাবে (online) সংযুক্ত কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক সীমিত আকারে সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে **শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১** এর সকল অনুষ্ঠান যথাযথ এবং শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। "মুজিববর্ষ" এর অনুষ্ঠানমালা কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ প্রতি বছর অমর একুশে পালনের জন্য উন্মুখ থাকে। হৃদয় দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার জন্য আমরা সকলে প্রস্তুত থাকি। মহান ভাষা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তিনি আরও বলেন ২১ ফেব্রুয়ারি আজ শুধু বাংলাদেশেই নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে। মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তি। দিবসটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন এবং ভাষা শহীদদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য সকলের প্রতি তিনি অনুরোধ জানান। অমর একুশের কর্মসূচীসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে আইন-শৃংখলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং এ লক্ষ্যে কঠোর নজরদারী বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান।

২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সভায় উপস্থিত ও ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মহান একুশ আমাদের অহংকার। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৮/০১/২০২১ তারিখ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক উন্মুক্ত স্থানে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন না করে ইনডোরে ঘরোয়া পরিবেশে সীমিত আকারে অনুষ্ঠান করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান। একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে দিবসের প্রথম প্রহরে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ করা বা কোভিড-১৯ এর কারণে তাঁদের পক্ষে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করলেও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অতিমারী করোনার কারণে এ বছর একুশের বই মেলা ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আয়োজন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। দিবসটি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসমূহ কর্তৃক যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৩। সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষার জন্য রাজ পথে জীবন উৎস্বর্গ করেছি। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন মর্মে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন অনেক সময়ে আলোর অভাবে উদ্ধার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয় না বিধায় ফায়ার সার্ভিসে নতুন লাইট ইউনিট সংযোজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে উক্ত গাড়ীটি মোতায়েন থাকবে। বিদ্যুৎ চলে গেলেও ৩০ মিটার উচু থেকে দিনের মত আলো সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকবে এবং যেকোন দুর্ঘটনা ও অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে তাঁর আওতাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

৪। সচিব, সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন "শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" উদ্‌যাপনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে গত ১৮/০১/২০২১ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণ/উপস্থিতির বিষয়ে সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে মূল অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুত করা হয়েছে। ঐ দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখতে হবে এবং যথাসময়ে যথাযথভাবে উত্তোলনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে ০৫ (পাঁচ) জন করে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে একসাথে সর্বোচ্চ ০২ জন পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে পারবেন। রাজনৈতিক দলসমূহকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কমনোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্প্রে সংরক্ষণ করবে এবং স্কাউটসরা যারা ফেস মাস্ক পরিধান করবে না তাদেরকে মাস্ক পরিধানের জন্য অনুরোধ জানাবে। সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে শহীদ মিনারে আগমনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন যে, দেশী-বিদেশী কয়েকটি নিউজ চ্যানেলে ভাষা শহীদদের নাম ভুলভাবে প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে উহা সংশোধনের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উন্মুক্ত স্থানে কোনরূপ সমাবেশ/অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাবে না। মহান একুশে সকল অনুষ্ঠানে যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন অতিমারী কোভিড-১৯ এর কারণে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সবাইকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

৫। পুলিশ মহাপরিদর্শক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও সকল ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০২ দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মহড়া দেয়া হবে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক শহীদ মিনারে পবিত্রতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে পারে। শহীদ মিনারে আগত সকলকে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পালনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশী অতিথিবৃন্দের আগমন উপলক্ষে যথাযথ রাষ্ট্রাচার অনুসরণ পূর্বক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬। মহাপরিচালক, র‍্যাব বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্বেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ স্যুইপিং করা হবে। সারা দেশে সাদা পোশাকের পাশাপাশি র‍্যাবের স্ট্রাইকিং ফোর্সও মোতায়েন থাকবে। এছাড়াও জরুরি প্রয়োজনে হেলিকপ্টার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে।

৭। প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল (online)-এ সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মহান একুশে অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৩ টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম প্রহরে উপস্থিত থাকবেন মর্মে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। রাত ১২.১ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তর্বক অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড-১৯ এর জন্য সবাইকে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। অমর একুশের অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মেট্রোরেলের কাজ আপাতত দুই দিন স্থগিত রাখা প্রয়োজন এবং ভারী যন্ত্রাংশ অন্যত্র সরিয়ে রাস্তা সর্বসাধারণের নিবিঘ্ন যাতায়াত উপযোগী করতে হবে। কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিবেচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (online)-এ ক্লাস চলমান থাকায় অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছর শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে পুষ্পস্তর্বক অর্পণের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে না। তাই বিভিন্ন বাহিনী থেকে এ সকল দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ০৮ টি প্রবেশ পথের ০৬ টি জনসাধারণের গমনাগমনের জন্য খোলা রাখা হলেও বাকি ০২টি স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় এ বছর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীর পাশে কোন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে না এবং আপ্যায়নের ব্যবস্থাও থাকছে না। তিনি অমর একুশে অনুষ্ঠানসমূহ পালনে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

৮। পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি বলেন যে, অন্যান্য বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা সিসিক্যামেরার আওতায় থাকবে। নিরাপত্তার স্বার্থে দেহ তল্লাশীর জন্য আর্চওয়ে এবং হ্যান্ড মেটাল ডিটেকটরের ব্যবস্থা থাকবে। যেহেতু স্বেচ্ছাসেবক থাকছে না সেক্ষেত্রে নির্দেশনা পেলে পর্যাপ্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হবে। গাড়ী পাকিং-এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা মাঠ এবং বিশেষ স্থানে কয়েকটি ভ্রাম্যমান টয়লেট স্থাপন করা প্রয়োজন। পোশাকধারীর পাশাপাশি সাদা পোশাকেও পুলিশ দায়িত্ব পালন করবে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক লোক সমাগম হয় যা নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হবে। বিগত বছরের ন্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে এবারও সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ডিএমপি হতে পূর্ব থেকেই নিরাপত্তার জন্য পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হবে।

৯। সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জননিরাপত্তা বিভাগের উদ্যোগে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে "শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১" সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে সুন্দর একটি সভা আয়োজন করা হয়েছে। এ জন্য তিনি সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অপর্ণে সমন্বয়কারী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এ ধরণের সভায় তাদের আমন্ত্রণ জানালে ভালো হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে সকলকে স্বাস্থবিধি মেনে মাস্ক ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আগমনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। অমর একুশের অনুষ্ঠানে দৃশ্যমান যদি কোন সমস্যা সৃষ্ট হয় তাহলে উহা চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুবিধামত সময়ের একটি রিভিউ সভা আয়োজন করে পরবর্তী বছরের করণীয় চূড়ান্ত করার জন্য তিনি সভায় প্রস্তাব রাখেন।

১০। সভায় অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (এসবি), যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ, রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'ভার্চুয়াল' ভাবে (online) সংযুক্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মেট্রোরেল (ডিএমআরটিডিপি), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, আনসার ও ভিডিপি, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ, এনএসআই, ডিজিএফআই, জেলা প্রশাসক, ঢাকা, পুলিশ সুপার, ঢাকা, ওয়াসা, ডিপিডিসি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ বেতার এর প্রতিনিধিগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলে পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারের যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পূর্বক ফেস মাস্ক ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পবিত্রতা বজায় রেখে "শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১" উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একমত পোষণ করেন।

১১। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্ব সম্মতক্রমে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
১.	সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা	১.১ একুশে ফেব্রুয়ারি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখতে হবে। সূর্যোদয়ের সময়ে পতাকা উত্তোলন এবং সূর্যাস্তের সময় পতাকা নামাতে হবে। পতাকা অর্ধনমিত করার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম (বাংলাদেশ ফ্লাগ রুলস) অনুসরণ করতে হবে। ১.২ পতাকার সঠিক মাপ ও উত্তোলনের নিয়ম সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, সকল বেসরকারি টেলিভিশন/বেতার এবং সকল প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল
২.	কোভিড-১৯ মহামারীতে করণীয়	২.১ বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রতিটি সংগঠনের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হিসেবে সর্বোচ্চ ০৫ জন ও ব্যক্তি পর্যায়ে একসাথে সর্বোচ্চ ০২ জন কর্তৃক শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হবে। ২.২ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। শহীদ মিনারের সকল প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন ও লিকুইড সাবান রাখতে হবে। মাস্ক পরিধান ব্যতিরেকে শহীদ মিনার চত্বরে প্রবেশ করা যাবে না। কেউ মাস্ক সঙ্গে নিয়ে না আসলে তাদেরকে ফেস মাস্ক সরবরাহ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ২.৩ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কাউট/গার্লস গাইড/স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত থাকবে। তাদের কাছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক সরবরাহ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল

৩.	মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং এসএসএফ এর সাথে আলোচনাক্রমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আগমন ও প্রত্যাবর্তনের সময়সূচি নির্ধারণপূর্বক ডিএমপিকে অবহিত করবে।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/পুলিশ অধিদপ্তর/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ/এসএসএফ/ ডিজিএফআই/এনএসআই/ ডিএমপি/র‍্যাব
৪.	ভিআইপিগণের শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন	৪.১ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভিআইপি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের আগমন-প্রত্যাবর্তনের সময়সূচি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারণ করে ডিএমপিকে অবহিত করতে হবে। ৪.২ ভিআইপি ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/ডিএমপি/ র‍্যাব/এসবি/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
৫.	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জেলা উপজেলাসহ সমগ্র দেশে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নজরদারি বৃদ্ধিকরণ	৫.১ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ৫.২ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের চতুর্দিক যথা মৎস্যভবন, দোয়েল চত্বর, শাহবাগ, পলাশীর মোড় এবং চাঁনখারপুল এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ দর্শনার্থীদের মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে দেহ তল্লাশি করে শহীদ মিনার চত্বরে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৫.৩ জেলা উপজেলাসহ দেশের যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অমর একুশে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ নজরদারী বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৫.৪ ডিএমপি/র‍্যাব কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও সংলগ্ন এলাকাকে ভিডিও Surveillance-এর আওতায় আনতে হবে। প্রতিটি এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্টে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা, নাইট ভিশন ক্যামেরা ও আর্চওয়ে স্থাপন করতে হবে। ৫.৫ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর এবং আজিমপুর কবরস্থান এলাকায় অতিরিক্ত জনসমাবেশ/ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রোধ করতে হবে। ৫.৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় যাতায়াতের রুট নির্ধারণপূর্বক ডিএমপি কর্তৃক রুট ম্যাপ প্রস্তুত করে কমপক্ষে ০১ দিন আগে প্রস্তুতকৃত রুট ম্যাপ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। ৫.৭ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও সংলগ্ন এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা, নাইট ভিশন ক্যামেরা ও আর্চওয়ে স্থাপন করতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়/পুলিশ অধিদপ্তর/ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ/র‍্যাব/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ/ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/ এসবি/বাংলাদেশ টেলিভিশন/বেসরকারী টেলিভিশন এর মালিকবৃন্দ।
৬.	ঢাকা মহানগরীর বাইরে অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকা, বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মসূচীতে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	ঢাকা মহানগরীর বাইরে অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকা, বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল শহীদ মিনার এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/ মেট্রোপলিটন পুলিশ(সকল)/ জেলা প্রশাসক (সকল)/ পুলিশ সুপার (সকল)

৭.	ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসসমূহের কূটনীতিক ও তাদের প্রতিনিধিগণের শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন	৭.১ ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিগণ যাতে শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন, সে বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক দূতাবাসগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রেখে এ বিষয়ে ডিএমপিকে অবহিত করবে। ৭.২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বয় করে দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন নিশ্চিত হলে তাঁদের আগমনের পূর্বেই যেন তাঁরা অপেক্ষার জন্য নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হতে পারেন তা নিশ্চিত করণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। ৭.৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য বছরের ন্যায় জিমনেসিয়ামে স্থাপিত কন্ট্রোলরুমের পার্শ্বে বিদেশী কুটনৈতিকবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের অপেক্ষার জন্য স্থান/জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। ৭.৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের প্রথম সারিতে বিদেশী দূতাবাসসমূহের প্রতিনিধিগণের জন্য গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। ৭.৫ প্রতিনিধিবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের নির্বিঘ্ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে ভিভিআইপিগণ চলে যাওয়ার পরে অন্ততঃ ৩০ মিনিট বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল রাখতে হবে। ৭.৬ ডিএমপি কর্তৃক এ সকল বিষয়ে সার্বিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ পুলিশ অধিদপ্তর/ডিএমপি/ র‍্যাব/এসবি/যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
৮.	অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি মোতায়েন	৮.১ সম্ভাব্য অগ্নিকান্ড প্রতিরোধের জন্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় সুবিধাজনক স্থানে ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলসহ অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও লাইট ইউনিট মোতায়েন রাখতে হবে। ৮.২ দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা শহরের শহীদ মিনার এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ গাড়ী মোতায়েনের ব্যবস্থা করতে হবে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৯.	বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	৯.১ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, শিক্ষা ভবন, আজিমপুর কবরস্থানসংলগ্ন এলাকায় ১৯ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া পিডিবি কর্তৃক অনুষ্ঠানস্থলের মূল জায়গাগুলোতে বিকল্প বিদ্যুৎ সবরাহের জন্য সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেনারেটর সচল রাখতে হবে। ৯.২ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় উন্নতমানের বাল্ব সরবরাহের মাধ্যমে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং কোন কারণে বাল্বসহ কোন বিদ্যুৎ লাইনে/পয়েন্টে আলোর স্বল্পতা/সমস্যা সৃষ্টি হলে তা মোকাবেলার জন্য বিকল্প বিদ্যুৎ লাইন ও বাল্ব এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।	বিদ্যুৎ বিভাগ/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ/ ডিপিডিসি/ডিএনসিসি/ ডিএসসিসি

		৯.৩ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, শিক্ষা ভবন, আজিমপুর কবরস্থান ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। ৯.৪ বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল শহীদ মিনার এলাকায়ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।	
১০.	প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার জন্য চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন।	১০.১ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকার সুবিধাজনক জায়গায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স, এ্যাম্বুলেন্স ও ঔষধসহ কমপক্ষে ২টি চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে। ১০.২ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক পৃথকভাবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখ হতে চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে। ১০.৩ প্রতি বছরের ন্যায় সিভিল সার্জন, ঢাকা কর্তৃক পৃথকভাবে একটি চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে। ১০.৪ অন্যান্য বছরের ন্যায় বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সদরে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে মেডিক্যাল টিম এর কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি/সিভিল সার্জন, ঢাকা
১১.	দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য সিকিউরিটি পাশ ইস্যুকরণ।	দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য সিকিউরিটি পাশ ইস্যুকরণের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তালিকা প্রদান সাপেক্ষে পুলিশের বিশেষ শাখা কর্তৃক বিধি মোতাবেক সিকিউরিটি পাশ প্রদান করতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ এসবি/ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
১২.	বিবিধ	১২.১ শহীদ মিনারে অর্পিত ফুলগুলো ২১ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সাজিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। ১২.২ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃশ্য ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ১২.৪ শহীদ মিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় নির্মাণাধীন মেট্রোরেলের ভারী যন্ত্রাংশ অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। ১২.৫ একুশে ফেব্রুয়ারির পূর্ব হতে শহীদ মিনার এলাকা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ১২.৬ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রবেশ পথে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে পর্যাপ্ত মাস্ক সরবরাহ করতে হবে। যদি কেউ ভুল করে মাস্ক পরিধান না করে তা হলে তাকে মাস্ক সরবরাহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডিএমপি সার্বিক সহযোগিতা করবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়/ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ বাংলাদেশ টেলিভিশন/ ডিএমপি/ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬)

১২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি **"শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/২০২১"** যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্যে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং ১৬/০২/২০২১ ইং
(আসাদুজ্জামান খান এমপি)
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৯.১০.০০১.১৪-৫৭

তারিখঃ ৩ ফাল্গুন ১৪২৭ / ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় /সুরক্ষা সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/তথ্য মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, ঢাকা।
২। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাব/এনএসআই/ডিজিএফআই/এসএসএফ/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন/বাংলাদেশ বেতার/গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা ।
৬। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, এসবি, ঢাকা।
৭। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
৮। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০। রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১১। সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা।
১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি/ওয়াসা/ ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট(লাইন-৬), ঢাকা।
১৪। পুলিশ উপ-মহাপরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ, ঢাকা।
১৫। যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, ট্রাফিক, ঢাকা।
১৬। জেলা প্রশাসক, ----------(সকল)।
১৭। পুলিশ সুপার, ----------(সকল)
১৮। সিভিল সার্জন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ

১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি/পুলিশ ও এনটিএমসি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জননিরাপত্তা বিভাগ, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জননিরাপত্তা বিভাগ, ঢাকা।

১৬.০২.২১

(শাহে এলিদ মাইনুল আমিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ০২-৯৫৭৬৩৩৮
Email: political6.mha@gmail.com